# জিতেন্দ্রঃ একজন অজ্ঞাত নায়ক

আদ্রিক শিফওয়াত আলি

১৯৫২ সাল। পূর্ব পাকিস্তানের একটি ছোট্টো গ্রামে কানাই নামের এক দরিদ্র কৃষক থাকতেন, তার একটি ছেলে, জিতেন্দ্র , বয়স সতেরো । একদিন জিতেন্দ্র ও তার বাবা তাদের ধান ক্ষেতে কাজ করছিলেন, ভরদুপুরে সূর্যটা যেন বেশ তেজী। এমন সময় হঠাৎ গ্রাম প্রধান রহমত খান, এবং তার সহকারী শামসু তাদের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়। । জিতেন্দ্রর বাবা তাদের নমস্কার করেন, এবং জিগ্যেস করেন যে তারা হঠাৎ এই অসময়ে কি মনে করে ? রহমত খান বলেন 'হাম তুমকো এক খাবার সুনানে আয় হ্যা' ।'কি খবর, হুজুর ?' কানাই জিগ্যেস করেন । রহমত খান বলেন যে শহর থেকে খবর এসেছে, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নতুন আইনের কারণে গ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গ্রামের সকল মানুষকে এখন থেকে উর্দুতে কথা বলতে হবে ,নয়ত শাস্তি পেতে হবে । রহমত খান কানাইকে হুমকি দিল , যদি কানাই আর কখনো বাংলায় কথা বলেন, রহমত এমন কিছু করতে বাধ্য হবেন যেটি কানাই এবং তার পরিবারের জন্য অনেক ক্ষতিকর হতে পারে। এমন আশ্চর্য কথা সে জীবনেও শোনেনি ! মায়ের ভাষায় কথা বলা যাবে না , এ আবার কেমন আইন ? কানাই সেই রাতে বাড়ি ফিরে সারারাত এই ব্যাপারে অনেক ভাবল ।পরের দিন সে সিদ্ধান্ত নিল সে আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকবে না, কিন্তু জিতেন্দ্র তার বাবার সাথে একমত হতে পারল না। জিতেন্দ্র তার বাবাকে বলে, যেই মাটিতে সে জন্ম গ্রহন করেছে, সেই মাটি সে একজন গ্রাম প্রধানের কথায় কখোনোই ছাড়বে না । জিতেন্দ্রের বাবা জিতেন্দ্রকে বলে যে পূর্ব পাকিস্তান এখন আর তাদের মতো মানুষদের দেশ নয় । জিতেন্দ্র বলে যে পূর্ব পাকিস্তান সবার দেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, সরকার যতই চেষ্টা করুক না কেনো এই সত্যটি বদলাতে পারবে না । কানাই জিতেন্দ্রকে জিগ্যেস করেন যে ভারতে যাওয়া ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি ? জিতেন্দ্র কানাইকে বলে যে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ঢাকায় গিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে । কানাই জিতেন্দ্রকে জিগ্যেস করে, সরকার কি একজন সাধারণ মানুষের কথায় আইন বদলাবে ? জিতেন্দ্র বলে যে সরকার একজন সাধারণ মানুষের কথায় আইন বদলাবে না, কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তখন সরকার সাধারণ জনগণের কথা মানতে বাধ্য হবে । জিতেন্দ্রের বাবা এই কথাটি শুনার পর জিতেন্দ্রকে ঢাকায় যেতে অনুমতি দেন। জিতেন্দ্র কথা দেয় যে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাবার কাছে ফিরে আসবে। জিতেন্দ্র তার পরের দিন সকালে ঢাকায় চলে যায় । ঢাকায় পৌঁছানোর পর জিতেন্দ্র বুঝতে পারে যে গ্রামে যে কেউ চাইলেই যে কোন সময় গ্রাম প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে পারে, কিন্তু ঢাকায় যে কোনো কেউ চাইলেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারে না। জিতেন্দ্র বিভিন্ন জায়গায়, জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সাহায্যের জন্য, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করে না । এরকম করে কয়েকদিন চলে যায়, একটা সময় পর জিতেন্দ্র হাল ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার পরের দিনই জিতেন্দ্র তার মায়ের দেয়া চুড়ি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে তার গ্রামে ফিরে যাওয়ার একটি বাসের টিকিট কাটে, জিতেন্দ্র যখন বাসে উঠতে যায়, তখন একজন লোক হঠাৎ জিতেন্দ্রের কাছে এসে, তাকে বাসে উঠতে বারণ করে । জিতেন্দ্র লোকটিকে তার পরিচয় জিগ্যেস করে, লোকটা জিতেন্দ্রকে বলে যে সে তাকে একটি জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে সে তাকে সব কথা খুলে বলবে । জিতেন্দ্র লোকটির কথা বিশ্বাস করে । লোকটা জিতেন্দ্রকে অনেক দূর হাঁটিয়ে নেয়ার পর, একটি অফিসে নিয়ে আসে । সে জিতেন্দ্র কে বলে যে তার নাম আবুল বরকত এবং সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র । সে জিতেন্দ্রকে বলে যে সে জিতেন্দ্রকে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা অ্যাকশন কমিটিতে নিয়ে এসেছে । সে কয়েকদিন আগে জিতেন্দ্রকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলতে শুনেছিলেন যেটার কারণে বরকত জিতেন্দ্রকে তার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে, সে জিতেন্দ্রকে বুঝিয়ে বলে যে ২১ শে ফেব্রুয়ারির দিন সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা অ্যাকশন কমিটির সদস্যরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য বরকত তাকে অনুরোধ জানায়। জিতেন্দ্র প্রস্তাবটিতে রাজি হয়ে যায় । জিতেন্দ্র পরিশ্রমী ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তার পড়ালেখা করার সুযোগ ছিলোনা, যেই কারণে বরকত জিতেন্দ্রকে দেশ,সমাজ,আইন, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে নানা বই পড়তে দেয় , তাকে শেখানো শুরু করে। । জিতেন্দ্র কম সময়ে অনেক কিছু শিখে ফেলে । ২১ তারিখে জিতেন্দ্র কমিটির সদস্যদের সাথে রাস্তায় মিছিল করতে নামে, জিতেন্দ্র সবার সামনে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু বরকত তাকে পিছনে থাকতে বলে। নিজে সামনে দাঁড়িয়ে যায় । আন্দোলনটি শান্তভাবেই চলছিলো, এইরকম সময় হঠাৎ করে পুলিশ মিছিলের দিকে গুলি করে, সেই গোলাগুলিতে বরকতের গায়ে একটি গুলি লাগে । কয়েকজন মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন । বরকত এবং বাকি আহত লোকদের নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে চলে যায় জিতেন্দ্র । রাত আটটায় জিতেন্দ্র খবর পায় যে বরকত আর নেই । জিতেন্দ্র দুঃখে কেঁদে ফেলে, বরকত জিতেন্দ্রের শিক্ষক, উপদেষ্টা এবং ঢাকা শহরের একমাত্র বন্ধু ছিলো । সরকার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে নষ্ট করতে চায় , কিন্তু পারেনা

। শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু বরকতের মৃত্যুসংবাদ শুনে মন ভেঙ্গে যায় জিতেন্দ্রর। সে গ্রামে ফিরে যায় । কিন্তু গ্রামে পৌঁছে সে তার মা, বাবাকে কোথাও খুঁজে পায় না। খুব গোপনে এক আত্মীয়ের কাছে খবর পায় , উর্দু বলতে না চাওয়ার কারণে রহমত খান জিতেন্দ্রের মা বাবাকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে । জিতেন্দ্রের  তখন মনে পড়ে বরকত তাকে একবার বলেছিল  যে, ক্ষমতার অপব্যবহার একটি জাতিকে ধংস করে ফেলতে পারে, পড়ানোর সময় জিতেন্দ্র ব্যাপারটা না বুঝলেও তার মা বাবার মৃত্যুর পর সে বুঝতে পারে।

সমাপ্ত